



## 90026 - মলিাদুন্নবীর মষ্টিটান্ন করয়রে হুকুম

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: মলিাদুন্নবীর দনি, অথবা এর আগরে দনি, অথবা এর পররে দনি মলিাদুন্নবীর মষ্টিটান্ন খাওয়া ক'হরাম? এই মষ্টিটান্ন করয়রে বধিান ক'ি বশিষেতঃ এই মষ্টিটান্ন এই দনিগুলো ছাড়া অন্য কোনে সময় পাওয়া যায় না। আশা কর'িজবাব দিয়ে বাধতি করবনে।

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

### এক:

মলিাদুন্নবী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মদবিস পালন একটি বদিআত। নবী করমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবীগণ অথবা তাবয়ীগণ হতে এই দবিস পালনরে অনুমোদনমূলক কোনে উদ্ভূতি পাওয়া যায় না। বরং এর উদ্ভব করছে- উবাইদি শাসকগণ (এরা ফাতমৌ নামে পরচিতি)। যারা আরগে অনকে ভ্রান্ত আমল ও বদিআত চালু করছেলি। এই দনি পালন করা য়ে, বদিআত সবে ব্যাপারে (10070)ও(70317)নং প্রশ্নরে জবাবে বসিতারতি আলোচনা করা হয়ছে।

### দুই:

যে মষ্টিটান্ন স্বাস্থ্যরে জন্য় ক্ষতকির নয়, এমন মষ্টিটান্ন খাওয়া ও করয় করা ইসলামি আইনজোয়য়ে; যদি না এর মধ্যযে শরয়িত গরহতি কোনে কাজে সহযোগতি করা, এ ব্যাপারে উদ্ভুদ্ধ করা বা প্রসার করার বশিয় না থাকে। কনিত্তু এটা পরষিকার য়ে, মলিাদুন্নবীর মৌসুমে এই মষ্টিটান্ন করয় করা মলিাদুন্নবী পালনকে সহযোগতি করা ও প্রসার করার নামান্তর। বরং এই মষ্টিটান্ন করয় এ দবিসকে ঈদ (উৎসব) হিসেবে পালনতুল্য। কোনে উৎসব হচ্ছ- প্রথাগতভাবে মানুষ কোনে কিছু পালন করে আসা। সুতরাং মানুষ যদি শুধু ঈদ উপলক্ষেএ মষ্টিটান্ন তরৌ করে থাকে এবং খয়ে থাকে অন্য দনিগুলোতে না-করে থাকে তাহলে এই মষ্টিটান্ন করয়বকিরয় করা, খাওয়া বা হাদয়ী পাঠানো ইত্যাদি এ দবিসকে ঈদ হিসেবে পালনরে নামান্তর। এ কারণে এগুলো পরহির করাই বাঞ্ছনীয়।

ফতোয়া বশিয়ক স্থায়ী কমটির ফতোয়া সংকলনে ভালবাসা দবিস পালন, ভালবাসা দবিসে ভালবাসা চহিন অংকতি লাল রঙরে



মষ্টিটান্ন ক্রয়রে বধিান সম্পর্কে এসছে- “কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দললি ও মুসলমানদরে ইজমার ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইসলামে উৎসব শুধু দুটি- ঈদুল ফতির (রোযা ভঙ্গরে উৎসব) ও ঈদুল আযহা (পশু উৎসর্গরে উৎসব)। এ দুটি ছাড়া আর যত উৎসব আছে সটো কোন ব্যক্তরি সাথে, কোন গোটীর সাথে, কোন ঘটনার সাথে বা বিশিষে কোন ভাবাবেগে সাথে সংশ্লিষ্ট হোক না কনে সটো বদিআতি (নবউদ্ভাবতি) উৎসব। এ ধরনরে কোন উৎসব পালন করা, পালনে সম্মতি দিয়ে বা কোনভাবে সহযোগতি করা অথবা সেই দিনে খুশি প্রকাশ করা কোন মুসলমানরে জন্য জায়যে নয়। কনেনা এটি আল্লাহর সীমারখোর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে সে নজিরে উপর নজিহে জুলুমকারী। এই উৎসবে অথবা এ ধরনরে অন্য কোন হারাম উৎসবে কোনভাবে সহযোগতি করা মুসলমানদরে জন্য হারাম। সটো যে ধরনরে সহযোগতি হোক না কনে; যমেন খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা, ক্রয়বক্রয় করা, জনিসিপত্র প্রস্তুত করা, উপটৌকন প্রদান করা, পত্র বনিমিয় করা, প্রচার-প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। কারণ এ ধরনরে সহযোগতি পাপ-কাজে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলরে অবাধ্যতার ক্ষত্রে সহযোগতির মধ্যগে গণ্য। “সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যরে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ব্যাপারে একে অন্যরে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা কঠোর শাস্তিদাতা।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ০২]” সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।